R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
সকলকাজে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা ( মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৪ সাল
২৯শে এপ্রিল, ১৯৮৭ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲ সডাক

## বামফ্রন্টের জয়ের জোয়ারে কংগ্রেস (ই) ভাঙ্গছে

জঙ্গিপুর : সি পি এমের স্থানীয় নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এক সাক্ষাতকারে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, কংগ্রেস (ই) এর স্থানীয় বহু সংগঠন কর্মী ও ব্লক স্তরের নেতা কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরাজয়ে হতাশ হয়ে দল ছেড়ে সি পি এমে যোগ দেওয়ার আবেদন রেখেছেন। কংগ্রেসীদের বক্তব্য, তাঁরা সুসংগঠিত একটি দলে যোগ দিয়ে দেশের ও দশের কাজ করতে চান। তাঁরা অভিযোগ করেন—সমগ্র রাজ্যের মত এ অঞ্চলেও কংগ্রেস (ই) এর মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে গোষ্ঠী কোন্দল থেকে উঠেছে। সে কারণেই তাঁরা এ দলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন।

মৃগাঙ্কবাবু আরও জানান, তাঁদের এইসব আবেদন তিনি দলের উর্দ্ধতন নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়েছেন। দলীয় নির্দেশ এলে সেইমত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁদের দলে কোন একক সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার কারও নেই।

## সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মী সমর্থিত সংগঠনই অফিস ঘর পাবে

ফরাক্কা : স্থানীয় এন, টি, পি, সির চিফ পার্সোন্যাল ম্যানেজার এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানান, যে সংগঠনের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মীদের সমর্থন আছে তাঁরাই প্রকল্প থেকে অফিস ঘর পাবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন নির্দ্ধারণের জন্য আগামী ৮ মে ব্যালটে ভোট নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আই, এন, টি, ইউ, সি অনুমোদিত ইউনিয়ন নীতিগত কারণে এই ভোটে অংশ গ্রহণ করছেন না বলে (৫ম পৃষ্ঠায়)

## জঙ্গিপুর পুরসভায় এক্সিকিউটিভ অফিসার

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি সরকার নির্দেশানুযায়ী অন্যান্য পুরসভার মত জঙ্গিপুর পুরসভায় একজন সরকারী প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন। পুর নাগরিকরা এ সংবাদে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছেন। অবশ্য কেউ তাঁর কাজের ধারা কি হবে বা পুরসভার কাজ কর্মে তাঁর তদারকীর ক্ষমতা কতটা নির্দিষ্ট হয়েছে সে সম্বন্ধে এখনও ওয়াকিবহাল নন। তবে পুরবাসীরা (৫ম পৃষ্ঠায়)

## কংগ্রেস (ই) প্রধানের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ

নাগরদীঘি : গত ২০ এপ্রিল মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রাক্তন কংগ্রেসী বিধায়ক নৃসিংহ মণ্ডলের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ কয়েকশত গ্রামের মানুষ মিছিল করে গ্রাম পরিক্রমা করে। তাঁদের দাবীর মধ্যে প্রধান দাবী ছিল প্রধানের পদত্যাগ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রধান হিসাবে তিনি অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে অপারগ হয়েছেন। অঞ্চলের প্রায় সব নলকূপই অকেজো। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় টিউবওয়েল মেরামতি বাবদ বেশ কিছু অর্থ ব্যয় (৫ম পৃষ্ঠায়)

ঠাণ্ডা পানীয় : ২টাঃ ৭৫পঃ

নিম্নে উল্লিখিত ব্র্যাণ্ডগুলির প্রতি বোতল ঠাণ্ডা পানীয়ের অনুমোদিত সর্ব্বাধিক বিক্রয় মূল্য :

গোল্ড স্পট
লিমকা
থামস্ আপ
রিমঝিম
মাজা

২টাঃ ৭৫পঃ

থ্রিল
স্প্রিণ্ট
রাশ

২টাঃ ৭৫পঃ

বিজলী গ্রীল প্রোডাক্ট
আইসক্রীম সোডা
মুড
অরেঞ্জ
পাইনাপেল

২টাঃ ৭৫পঃ

ব্যবহারকারীদের স্বার্থে নরম পানীয় প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলির দ্বারা একযোগে প্রচারিত।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই বৈশাখ, বুধবার ১৩৯৪ সাল

## দাদাঠাকুর স্মরণে

কালের আবর্ত্তন চক্রে আবার প্রত্যাবর্তন করিয়াছে তেরোই বৈশাখ। হে প্রবাদপুরুষ, তোমাকে স্মরণ করিতেছি। আনন্দ ও বেদনার যুগপৎ মিশ্রণে এ স্মৃতি অমলিন। কারণ বিশ্বকবির ভাষায়ঃ 'আজ আসিয়াছে কাছে/জন্মদিন মৃত্যুদিন ঃ একাসনে/দোঁহে বসিয়াছে।' ১২৮৮ বঙ্গাব্দের তেরোই বৈশাখের স্মৃতি আনন্দঘন। অথচ ১৩৭৫'র ১৩ই বৈশাখ বিদায়ের বেহাগ রাগিণীতে ভারাক্রান্ত করিয়া দেয় হৃদয়। এই জীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত ও আচারসর্বস্ব পল্লীর মৃত্তিকার বুকে তোমার নগ্ন পদের বলিষ্ঠ নির্ভীক পদচারণার দ্বারা একদিন মহানগরী পর্যন্ত কম্পিত করিয়া তুমি তোমার ক্ষণজন্মত্ব প্রমাণ করিয়াছিলে। বিদেশী শ্বেতাঙ্গ শাসকের রক্তচক্ষুকে হেলায় করিয়াছিলে অবহেলা। মতিলাল-চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্র হইতে মানবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত দেশ নায়কগণের চক্ষে ছিলে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পাত্র। বঙ্গের বিদ্বৎসমাজের নিকট স্বীয় সৃজনী শক্তি ও মননের দাক্ষিণ্যে অর্জন করিয়াছিলে অগাধ অবাধ ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসার করুণাধারায় সিক্ত ছিল তোমার মানস সন্তান 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। 'বোতল পুরাণ' ও 'বিদূষক'এর হাস্যরস রসিকতায় রসিকজন মাতিয়া উঠিলেও কলম যে তলোয়ার অপেক্ষা বলবান 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর সম্পাদক হিসাবে ক্ষুরধার লেখনী ধারণে তাহা প্রমাণ করিয়াছিলে। কিন্তু চলার পথ নিশ্চিত কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। আসিয়াছে শতেক বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্রের কুটিল চক্রাঘাত। তথাপি প্রখর আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপ্রত্যয় তোমার সংগ্রামী চেতনাকে কোনদিন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষরফা করিতে দেয় নাই। পুনঃ পুনঃ দুঃখের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও কদাপি পরাস্ত হও নাই। হাস্য মুখে অদৃষ্টকে পরিহাসই করিয়াছিলে। ভাগ্য দেবতার উদ্দেশ্যে তাই তোমার বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ: 'আমি মার খাবো তাও কাঁদবো নাকো/পরাণ খুলে গাইবো গান।'

তোমার সেই সংগ্রামী হাতিয়ার 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ তৃতীয় প্রজন্মে পা দিয়াও তোমার ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শকেই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। স্মরণের আবরণে ঢাকা এই পবিত্র লগ্নে তাই প্রার্থনা জানাই—তোমার জীবনেতিহাসই আমাদের যেন দেয় নিত্য নূতন পথের সন্ধান। সত্য ও ন্যায়ের পথে পদচারণায় সহস্র বাধা ও নব নব আঘাত আসিলেও আমরা যেন অবিচল প্রত্যয়ে অটল থাকিতে পারি।

## চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

### সাত্তার ক্ষমা চাইলেন প্রসঙ্গে

গত ১লা এপ্রিল 'জঙ্গিপুর সংবাদ'এ 'সাত্তার ক্ষমা চাইলেন' শিরোনামের আড়ালে সু-কৌশলে প্রকাশিত আমার সম্বন্ধীয় বক্তব্য যথা—"সহকারী সেক্টর অফিসার জনৈক হালিম সেখ একজন সরকারী কর্মচারী হয়েও তিনি কংগ্রেসের পক্ষে রিগিং করতে গিয়ে নাকি ধরা পড়েন।" সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং আমাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার একটা ঘৃণ্য চক্রান্ত বলে মনে করি। উক্ত সংবাদের ভিতরে এ অপ-প্রচার অপ্রয়োজনীয় এবং সম্মান হানিকর।

আব্দুল হালিম, কর্ম সহায়ক

[ পত্র লেখক একজন কর্ম সহায়ক একথা তাঁর চিঠি থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু তিনি কোন অঞ্চলের কর্ম-সহায়ক তা লেখেননি। আমাদের সংবাদে উল্লেখিত হালিম সেখ তিনিই কিনা তা বোঝা সম্ভব নয়। এ যেন 'ঠাকুর ঘরে কেরে, আমি তো কলা খাইনি' গোছের অবস্থা। আর আমাদের সংবাদের সত্যতা প্রমাণিত হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রের সংবাদ প্রকাশ থেকে। অতএব আমাদের প্রতি-বেদনে কোন মিথ্যা যে নেই তা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি। তিনি তাঁর প্রতিবাদে যদি উল্লেখ করতেন সরকারী কর্মচারী হিসাবে সে দিন তিনি ঐ বুথে নিযুক্ত ছিলেন কিনা তবে সত্য মিথ্যা বোঝা যেত। সঃ জঃ সঃ ]

## ॥ ভিন্ন চোখে ॥

সাগরপারের অন্য কোথাও এটা হয় কিনা জানা নাই। তবে আমাদের দেশে কোন মানুষের মূল্যায়ন হয় তার তিরোধানের পর। মানুষটি যখন তার শরীরী সত্তা নিয়ে আমাদের মধ্যে অবস্থান করে, আমাদের ধরাছোঁয়ার জগতে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করে—তখন তার সঠিক মূল্যায়ন আমরা করি না তার প্রাপ্য-টুকু আমরা বোধ হয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করি তাবড়-তাবড় প্রতিভাধর ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই সত্য আর নূতন করে পরীক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। আর একটি কমপ্লেক্স আমাদের মধ্যে কাজ করে। সেটা হল কোন প্রতিভা বা কোন ব্যক্তিত্ব যদি আমাদের পরিচিত গণ্ডীর হয় তবে তাঁর ক্ষেত্রে আমাদের তথা-কথিত শিক্ষিত অথবা পরিশীলিত মন (?) ঠিকভাবে কাজ করে না। সেই ব্যক্তিটির সমগ্র জীবনপঞ্জী, কার্যকলাপের নানান সূত্র—উপসূত্র আমরা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এমন-ভাবে বিচার করি যাতে আমাদের উত্তর পুরুষের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে যায়। তবে ইতিহাস নীরবে তার কাজ করে চলে। সেখানে কোন বিকৃত তথ্য পরিবেশিত হলেও কালের নিরিখে তার প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। এটাকে একটু পরিষ্কার করার জন্য আমাদের অতি পরিচিত একটি জীবন নিয়ে এটা আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রত্যুৎপন্ন মতি কর্ণের কবজকুণ্ডলের মত তাঁর সহজাত। ক্ষুরধারসম বুদ্ধি। নির্লোভ। সত্যনিষ্ঠ। বিত্তবানদের সংস্পর্শ সযতনে এড়িয়ে নিয়ে নিজের অস্তিত্বকে ঘোষণা। সমাজের দুর্বল নিরীহ-লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষের কথা ভেবে লেখনী ধারণ। 'সমাজ নেতাদের ভালুকে' জনসমক্ষে প্রকাশ করা। সমাজে পণপ্রথা বাবুদের নির্যাতন ও তাদের আসল রূপ, নিম্ন বেতনভুক্ কর্মচারীদের শোচনীয় দুর্দ্দশা, (যেমন গ্রাম্য চৌকীদার-দের দুঃখ-দুর্দ্দশার চিত্র আদালতে উৎকোচ গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মদ্যপানাসক্তদের প্রতি ব্যঙ্গপূর্ণ সতর্কবাণী, চিকিৎসকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান—মোট কথা সমস্ত অন্যায়, জুলুম—সমাজের অযৌক্তিক বিধিনিষেধ সবকিছুর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চারিত প্রতিবাদ।

এই ব্যক্তিত্বটি আমাদের ঘরের মানুষ। তেরই বৈশাখ দিনটি এলে তাঁর স্মৃতি মনকে ভীষণ-ভাবে নাড়া দেয়। জন্ম মৃত্যু তাঁকে বসিয়েছে একাসনে। নিজেই তিনি একবার রসিকতা করে বলেছিলেন—"আমি যে সালে জন্মেছি, ভদ্রলোকেরাই সেই সালে জন্মায়। জন্মে-ছিলেন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। বাঁদিক থেকে ডাইনে গুণে ছাখো ১৮৮১। আবার ডানদিক থেকে বাঁদিকে গোনো—দেখবে ঐ ১৮৮১। ভদ্র-লোকের এক কথা।" তবে আমরা অর্থাৎ শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা আমাদের কথা বা প্রতি-শ্রুতি ঠিকমত পালন করিনি। এই ভদ্র-লোকের উত্তরপুরুষ বা উত্তরসূরী হয়েও আমরা ভদ্রলোকের কথা রাখতে পারিনি। তার কারণ আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁর এই প্রতিবাদী সত্তাকে চিরন্তন করে রাখার কোন দায়িত্ব মৌখিকভাবে গ্রহণ করলেও কার্যতঃ এখন পর্যন্ত করিনি। 'ভদ্রলোকের এক কথার' মর্যাদা আমরা তথাকথিত ভদ্রলোক হয়েও রাখতে পারিনি। এটা কি লজ্জা নয়?

মণি সেন

### মহিলার হার ছিনতাই

জঙ্গিপুর : গত ২২ এপ্রিল সন্ধ্যায় বাবুবাজারের রাস্তার জনৈকা মহিলার গলা থেকে হার ছিঁনিয়ে নিয়ে একজন দুষ্কৃতকারী পালিয়ে যায় বলে খবর। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ মহিলা ও তাঁর স্বামী সনৎ সিংহ সেকেন্দ্রা থেকে নিমন্ত্রণ সেরে বড়া ফিরছিলেন। ফেরার পথে সন্ধ্যে হয়ে যায় ও ঝড় ওঠে। সেই সুযোগেই ছিনতাইকারী হারটি ছিঁড়ে নিয়ে চম্পট দেয়।

## ১৩ই বৈশাখ স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র

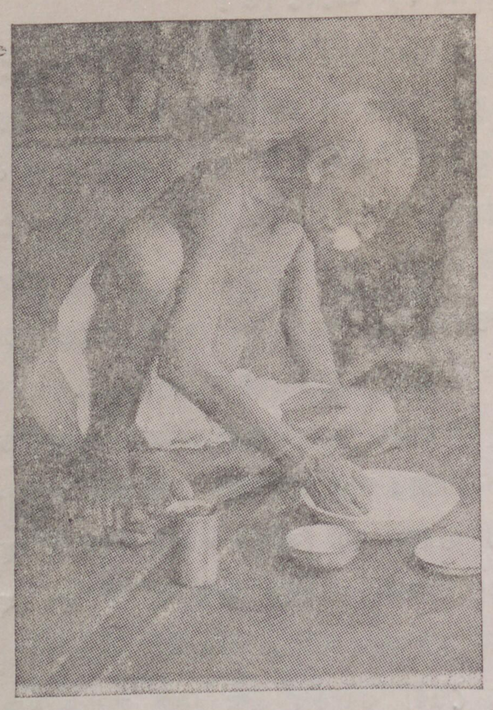

জন্ম : ১৩ই বৈশাখ, ১২৮৮ বঙ্গ ব্দ
মৃত্যু : ১৩ই বৈশাখ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ
জীবনকাল ৮৭ বৎসর

"আমার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত। ১২৫ ঘর নিরক্ষর চাষী অব্রাহ্মণ; আমাকে কেহ বাবাঠাকুর, কেহ কাকাঠাকুর—অর্থাৎ যার যা সম্পর্ক মানায় তাই বলে ডাকতো, তবে 'দাদাঠাকুর' বলে ডাকার লোক-সংখ্যা খুব বেশি তাই আমাদের পল্লীতে দাদাঠাকুর বলতে আমাকেই বুঝায়। এমন কি কলকাতার মত শহরেও আমার এই নাম জারী হয়েছে।"

শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত
( ২২শে মে ১৯৬৩ )

হাসির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় দা-ঠাকুরকে। দা-ঠাকুর মানে শরৎ পণ্ডিত মশাই। যিনি কলকাতাকে 'কেবল ভুলে ভরা' দেখেছেন—সঙ্গে সঙ্গে হয়তো জগৎ সংসারকেও। নিমতলা ঘাটের নিমগাছটার কথা যিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন অবিরত। মাঝে মধ্যে আসতেন কল্লোলের দোকানে। কথার পিঠে কথা বলার অপূর্ব দক্ষতা ছিল। আর সে সব কথার চাতুরী যেমন মাধুরীও তেমনি। তাঁর হাসির নীচে একটি প্রচ্ছন্ন দর্শন বেদনা ছিল। যে বেদনা জন্ম নেয় পরিচ্ছন্ন দর্শনে। খালি গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে আসতেন। প্রচণ্ড শীত; খালি গায়ের উপরে তেমনি একখানি পাতলা চাদর দা-ঠাকুরের। কে যেন জিগগেস্ করল আশ্চর্য হয়ে, এই একটা সামান্য চাদরে শীত মানে? ট্যাঁক থেকে একটা পয়সা বার করলেন দা'ঠাকুর বললেন, 'পয়সার গরম!' চৌষট্টি দিন রোগ ভোগের পর তাঁর একটি ছেলে মারা যায়। যেদিন মারা গেল সেদিনই দা'ঠাকুর "কল্লোলে" এলেন।

বললেন—'চৌষট্টি দিন ড্র রেখেছিলাম আজ গোল দিয়ে দিলে।'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

## রসিক দার্শনিক দাদাঠাকুর

### প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

কাজি নজরুল ইসলাম দাদাঠাকুরকে 'হাসির অবতার' বলে সম্বোধন করেছিলেন। আমার মনে হয় শুধু এই অভিধাতেই দাদাঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় মেলে না। তিনি ছিলেন হাস্যরসিক দার্শনিক, যিনি একই সঙ্গে আনন্দ আর জ্ঞান পরিবেশন করতেন।

আমার বাল্যকালে আমার পিতৃদেব নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের মজলিসে প্রায়ই বহু গুণীজনের সমাবেশ দেখেছি। তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন হাস্যরসের জন্যে সুপরিচিত। একজন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত যিনি দাদাঠাকুর নামেই বিখ্যাত; আর অন্যজন, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, সে যুগে কৌতুকাভিনয়ের জন্যে যাঁর রসিক মহলে সমাদর ছিল। গোঁসাইজীর সাজগোজ ছিল পরিপাটী, ধোপদুরস্ত বাবুদের মত। তাঁকে বলা যায় কৌতুকী বা কমেডিয়ান্। তাঁর হাস্যরসের প্রধান উৎস ছিল বাক্য, আকার আর ভঙ্গিমার বিকৃতি। আমরা তাঁর মজার মজার মুখভঙ্গী দেখে আনন্দ পেতুম। তিনি মাথায় ঘোমটা দিয়ে কটাক্ষ হেনে মেয়েলি গলায় গান ধরতেন, 'এবার মলে বাইজী হব, গোঁসাইজী আর রব না।' আমরা সবাই প্রাণ খুলে হাসতুম। চটপট সরস কথা তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত। আমাদের বাড়ীতে একটা মস্ত বড় চৌবাচ্চা ছিল, সেটাকে দেখে তিনি একদিন বললেন, 'এটা চৌবাচ্চা কে বলে? এত দেখছি চৌধাড়ি!' গোঁসাইজীর বিচিত্র মুখভঙ্গীর ছবি সে সময়ে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হত।

কিন্তু দাদাঠাকুর ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর মোটেই বাবুয়ানা ছিল না। তাঁর খালি পা, খালি গা, পরণে শুধু ছোট ধুতি আর চাদর, চোখ দুটি সর্বদা কৌতুকে উজ্জ্বল। কলকাতার বাবু সমাজে তিনি ছিলেন এক মূর্তিমান গ্রামীণ প্রতিবাদ। তবু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের লোভে সেই সমাজ তাঁকে আপনার করে নিয়েছিল শুধু কৌতুক পাবার জন্যে নয়, আত্মসমালোচনা শুনে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেও। তাঁর সরস গান বা উক্তির আবেদন ছিল বহুলাংশে বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাঁর রচনা ছিল সর্বপ্রকার দুর্নীতি আর কদাচারের প্রতি কৌতুক মিশ্রিত তিরস্কার। চলিত বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজিতে তিনি মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে পারতেন, যে সব ছড়ায় ছিল ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও প্রতিবাদ। দু-চারটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

'জানিস আমাদের স্কুল সরকারী সাহায্য পায়। গভর্নমেণ্ট এডেড্ ( Government aided )।' দাদাঠাকুর বললেন, 'জানি স্যার। A dead school.' ছাত্রের মুখে সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত নিষ্প্রাণ বিদ্যায়তনের কি নির্মম সমালোচনা। 'বিদূষক' পত্রিকার Editor কে তিনি লিখছেন Aid-eater। অনেক পত্রিকা সম্পাদক সম্পর্কে তাঁর যে ব্যঙ্গোক্তি, এ সম্পর্কে টীকা নিষ্প্রয়োজন। এই রকম তাঁর 'বোতল পুরাণে' মদিরামাহাত্ম্যে মদ্যপদের সম্পর্কে ব্যাজস্তুতি, টাকার অষ্টোত্তর শতনামে কাঞ্চনকৌলীন্যকে ব্যঙ্গ, ভোটামৃতে গণতন্ত্রে ভোট দানের পদ্ধতির সমালোচনা, বীণাপাণির নিকট দানাপানির আব্দারে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা; কখনও পুরানো হবে না এই সব রচনা।

দাদাঠাকুর তদানীন্তন ইংরেজ লাটসাহেবকেও ইংরেজী ছড়ায় দেশের দুঃখের কথা শুনিয়ে দিতে ভয় পাননি। তিনি বললেন,

'এ রিভার ফ্লোজ স্ট্যাগ্‌ন্যাণ্ট স্ট্রীম
ফর দি এক্সপেরিমেণ্ট অব্ ড্রেনেজ স্কীম,
ইওর এক্সেলেন্সি ইজ স্পেনডিং মাচ্
টু কীপ আস্ অ্যালাইভ উইথ লণ্ডিং টাচ্।'

সরকারী স্থূল হস্তাবলেপের উৎপাত থেকে জনসাধারণ আজও মুক্তি পায়নি।

দাদাঠাকুর ভগবানের সঙ্গেও রসিকতা করতে ছাড়েন নি। নিজের এক মৃতপুত্রকে চিতায় শুইয়ে তিনি গান ধরলেন—

'তোমার দেওয়া, তোমার নেওয়া
আমার এতে কি লোকসান?
দত্তাপহারী হোলে যে
নিলে জিনিস করে দান।'

এই কথা যাঁর মুখ দিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরয় তিনিই ত বড় দার্শনিক। এইখানেই দাদাঠাকুরের বিশেষত্ব, তিনি যদি শুধুই পরিহাসপ্রিয় বা কৌতুককারী হতেন, তবে অনেক আগেই লোকে তাঁকে ভুলে যেত। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে তিনি জ্ঞান বিতরণ করেছেন, দুর্নীতি আর ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন, তাই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন, থাকবেন অনেক শতাব্দী ধরে।

## দাদাঠাকুর

আনন্দ বাগচী

শ্বেত উত্তরীয় কাঁধে এসেছিলে হে রাজভিখারী
নগ্নপদব্রজে একা ঘুরে গেছ অলক্ষ্য পথিক,
দুর্দিনের বঙ্গদেশ স্থিতপ্রাজ্ঞ দরিদ্র-বান্ধব,
মূর্খ অহঙ্কারে অন্ধ, লুব্ধ নষ্ট মানুষের দল
চেনেনি তোমাকে। তুমি ঋষিকল্প সাগ্নিক
ব্রাহ্মণ
সংসারের শোক তাপ, সীমাহীন বিঘ্ন
প্রলোভন
পদাতিক সৈনিকের মত পার হয়ে চলে গেলে,
সহাস্য কৌতুকে সব ঈর্ষা, হিংসা, ক্ষুদ্র আচরণ
চরিত্রহীনতা তুমি নস্যাৎ করেছ উপহাসে
তোমার মধুর হুল্ মুহুর্মুহু বিঁধেছে দুর্জনে।
তোমার জীবন সে তো সরলসত্যের জয়গান
কার সাধ্য আছে ভাঙে রিক্ত মানুষের
মনোবল,
তুমি ছিলে মহীরুহ খর্বকায় বামনের দেশে॥

## ১৩ই বৈশাখ স্মরণে

### সনৎ ব্যানার্জী

কেউ বলে অশুভ তেরো। ইংরাজীতে 'আনলাকী থারটিন'। আবার বাঙ্গালী মতে শুভ ত্রয়োদশী। দাদাঠাকুর জন্মে বুঝিয়ে দিলেন ১৩ অশুভ নয় শুভ। আবার সেই একই দিনে এ জগৎ ছেড়ে চলে গিয়ে আমাদের কাছে ১৩-কে অশুভ করে রেখে গেলেন। ১২৮৮ সালের ১৩ বৈশাখ শুভ দিনে তাঁর আবির্ভাব আত্মীয়-স্বজনের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে। ৮৭ বৎসর জগতের বুকে প্লাবণ সৃষ্টি করে তাঁর মহাপ্রস্থান ১৩৭৫-এর ১৩ বৈশাখ। অতি দীন-দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। তবু তিনি দারিদ্রের কণ্টকায়িত পঙ্কে ফুটিয়ে গেলেন তাঁর অদ্ভুত সুবাস সৌন্দর্য্যময় জীবনপদ্মকে। বিচিত্র তিনি। বিচিত্র তাঁর জীবনচর্য্যা। দুঃখকে পরাজিত করার অভূতপূর্ব সাধনা। আজীবন পরিধেয় বলতে আজানুলম্বিত ধুতি। জামা গায়ে দেননি কখনও। পদযুগলও নগ্নই থেকে গেল জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। তাঁর ভাষায় তিনিই একমাত্র পদস্থ ব্যক্তি। নগ্নপদের উপর নির্ভরশীল। আর সকলেই তো জুতোস্থ। তাঁর জীবনধর্মে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার কোন স্থান ছিল না। তিনি বলতেন ঈশ্বর আমলা নন্ যে তাকে স্বভোজ্য উপকরণে পুজোর উৎকোচ দিলেই তিনি কার্য্যসিদ্ধি করে দেবেন। কোন শক্তিমান, ধনবানের কাছে তিনি নতমস্তক হতে পারেন নি। বহু ধনবান ব্যক্তির সান্নিধ্যে তিনি এসেছেন কিন্তু কখনও কারো সাহায্য প্রার্থনা করেন নি। সে যুগের সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনি ছিল সোচ্চার। অন্যায়ের প্রতিবাদে তাঁর লেখনি কখনই শক্তিমানদের ভয়ে থেমে যায়নি। পদস্থ সরকারী কর্মচারী, বরেণ্য জননেতা কাউকেই তিনি অন্যায় করলে লেখনীর কষাঘাত করতে পশ্চাৎপদ হতেন না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'জঙ্গিপুর সংবাদের' পুরাতন পৃষ্ঠাগুলির সম্পাদকীয় লেখনীতে আজও তার জাজ্বল্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেই মহান পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু দিবস ১৩ই বৈশাখে তাঁর স্মৃতিচারণ করে আমাদের চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করছি মাত্র। আশীর্বাদ চাইছি তিনি যেন আমাদের মনে সেই গভীর আত্মানুভূতি জাগিয়ে তোলেন।


### জমি বিক্রয়

শ্রীকান্তবাটী মৌজায় নতুন সোসাইটি বিল্ডিং লাগোয়া বসতবাটী উপযোগী পাঁচ বিঘে জমি বিক্রয় আছে। ষ্টেশন রোড থেকে জমির দূরত্ব দু'মিনিট। জমির আলে ইলেকট্রিক পোল ও যাতায়াতের রাস্তা আছে। যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়
রঘুনাথগঞ্জ


## সড়ক অবরোধ—পরে মুক্ত

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় কংগ্রেস (ই) দল বিধায়ক হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে বি, বি এল, আর রোড ( জঙ্গিপুর—লালগোলা ) সংস্কারের দাবীতে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, উক্ত রাস্তার বিপজ্জনক অবস্থা নিয়ে বেশ কয়েকবার জঙ্গিপুর সংবাদে লেখা হয়েছে কিন্তু সরকারের টনক নড়েনি। জনবহুল এই রাস্তায় খানাখন্দ ও বর্ষায় রাস্তার দুধার ভেঙ্গে যাওয়ার টাঙ্গা, রিক্সা, বাস, ট্রাক এমনকি মানুষ যাতায়াতেও চরম অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। বিধায়ক হাবিবুর রহমান এই অবস্থার প্রতিকারে ও সমস্যা সমাধানের দাবীতে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গত ২৩ এপ্রিল পথ অবরোধের পরিকল্পনা নেন। এ ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকেও অবহিত করেন। ২৩ এপ্রিল সকাল ৮টা থেকে সম্মাতনগরে পথ অবরোধ শুরু হলে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে সি আই, ও সি এবং রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বি ডি ও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। বি ডি ও ব্লক কংগ্রেস সভাপতিকে লেখা পি ডব্লু ডি লালবাগ সাবডিভিসনের মেমো নং ক্যাম্প/সম্মাতনগর/১নং তারিখ ২১-৪-৮৭ চিঠিটি সকলের সামনে পড়ে শোনান। তাতে জানান হয়—বর্ষার পূর্বে রাস্তার সম্পূর্ণ মেরামতি কাজ শেষ করার পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর হয়েছে এবং শীঘ্র টেণ্ডার ডাকা হবে। পি ডব্লু ডির চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে চার ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

## শ্যামাপ্রসাদ কেন নয়

গত ৬ মার্চ চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন প্রস্তুত কারখানা থেকে ভারতের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বৈদ্যুতিক রেলইঞ্জিন তৈরীর সংবাদ পাওয়া যায়। রেল দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাধবরাও সিন্ধিয়া উক্ত দিন এক অনুষ্ঠানে ঐ ইঞ্জিনটির নাম রাখেন 'জহর'। ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রীর নামে ইঞ্জিনটির নাম রাখা হয়। কিন্তু প্রবীণ বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন—বাঙ্গালার তথা ভারতের সিংহ পুরুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিনি শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী থাকা কালে চিত্তরঞ্জন কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর নামে ঐ ইঞ্জিনের নাম রাখলে শোভন হতো না কি ?


### বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরে দরবেশপাড়ায় সদর রাস্তার উপর একটি বাসযোগ্য নূতন বাড়ী বিক্রয় আছে। ক্রেয়েচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। জমির পরিমাণ ৭ শতক।

ডেন্টাল হল
অজিত চৌধুরী ( ডেন্টিষ্ট )
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া


## বাংলাদেশী গুঁড়ো দুধে তেজস্ক্রিয়তা—বিপদ কি এদেশেও ?

নিঃ সংবাদদাতা ঃ সংবাদে প্রকাশ বাংলাদেশে বিদেশ থেকে আমদানী করা গুঁড়ো দুধে তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে ঐ গুঁড়ো দুধের প্রভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিমবাংলায় বাংলাদেশ থেকে গুঁড়ো দুধ গোপন পথে আমদানী করা হচ্ছে বলে বেশ কিছুদিন থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি রঘুনাথগঞ্জের গাড়ঘাট দিয়ে ট্রাক ট্রাক বাংলাদেশী গুঁড়ো দুধ বিভিন্ন শহরে চলে যাচ্ছে বলেও খবর। সংবাদে প্রকাশ, ঐ সব দুধ থেকে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলের গোয়ালারা ছানা তৈরী করছেন এবং সেই সব ছানার মিষ্টান্ন শহরের দোকানগুলিতে বিক্রি হচ্ছে। তেজস্ক্রিয়তার খবর ছড়িয়ে পড়ায় শহরের জনগণের মধ্যেও আতঙ্ক বাড়ছে। স্থানীয় বুদ্ধিজীবী মহলের অভিমত—সরকারী প্রশাসন এই মুহূর্ত্তে সজাগ হয়ে যদি বাংলাদেশ থেকে আমদানী করা চোরাই দুধ আটক করতে সক্ষম না হন তবে মহকুমায় তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রবল।

## ৫৬টি গরুসহ পাচারকারীদল ধৃত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ পুলিশসূত্রে জানা যায় গত ২৭ এপ্রিল ফুলতলায় ৫৬টি গরুসহ একদল পাচারকারীকে সন্দেহক্রমে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পাচারকারীরা অন্যদেশের নাগরিক সন্দেহ করলেও তাদের কাছে স্থানীয় রেশনকার্ড থাকায় পুলিশ তাদের জামিনে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

## জন্মোৎসব পালন

প্রত্যেক বৎসরের মতো এ বৎসরও সীতানবমী তিথিতে ( আগামী ৭ থেকে ১৩ মে পর্যন্ত ) সাতদিনব্যাপী ডাহাপাড়া ধামে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-সুন্দরের জন্মোৎসব পালিত হ'বে।

বিঃ দ্রঃ ডাহাপাড়া ধামের অধীনে বা অনুমোদিত অন্যত্র কোন পৃথক শাখা বা আশ্রম নাই।


### পুকুর বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন ২০½ শতক জমিসহ দোনাজ পুকুর ২-৮৬ শতক। মৌজা আমগাছী খতিয়ান নং যথাক্রমে ২২৮/২ এবং ২৯২ (হাল ৫২) দাগ নং ৩৩১ ও ৩৩২ সত্বর বিক্রয় করিব। রিপলাই কার্ডসহ দাম উল্লেখ করে যোগাযোগ করুন।

ডাঃ অনিলকুমার মোদক
হরিসভাপাড়া
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া
পিন—৭৪১৩০২

## সরকারী বাসে ডাকাতি পুলিশের গুলিতে মৃত ১

ফরাক্কা· গত ২১ এপ্রিল রাত্রি ১২টা নাগাদ এই থানার শঙ্করপুরের কাছে ষ্টেট বাস থামিয়ে ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার এক সংবাদ পাওয়া যায়। খবরে প্রকাশ, একদল দুষ্কৃতকারী পাথর ও গাছ দিয়ে ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দুর্গাপুরগামী ডি, এস, টি সির একটি বাসকে থামিয়ে ডাকাতির চেষ্টা করে। ভাগ্যক্রমে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পড়ে ও তাদের চ্যালেঞ্জ জানায়। দুর্বৃত্তরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়তে থাকলে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। গুলিতে ঘটনাস্থলেই ১ জন মারা যায় ও দু'জন আহত হয়।

## এক্সিকিউটিভ অফিসার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আশা করেন পুরসভায় একজন সরকারী প্রতিনিধি থাকলে সভার কাজ কর্মের উন্নতি না হোক দুর্নীতিগুলি সরকারের দৃষ্টি গোচর হবে। বুদ্ধিজীবীদের অভিযোগ পুরসভার শতাব্দীর ইতিহাসে বর্তমান বোর্ডের মত এমন নির্বিকার পুরবোর্ড দেখা যায়নি। কি স্বাস্থ্য, কি পরিচ্ছন্নতা, কি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব বিষয়েই বর্তমান বোর্ড ব্যর্থ হয়েছে। তার উপর কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রকে অগ্রাহ্য করে ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ এই পুরবোর্ডে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোদ্দা কথা—স্বজনপোষণ সর্বক্ষেত্রে নগ্নভাবে ফুটে উঠছে। পুরবাসীদের দাবী—সরকারী প্রতিনিধি এ সব দুর্নীতি দূর করতে সচেষ্ট হবেন।

## অফিস ঘর পাবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা যায়। তাঁদের এক মুখপাত্র জানান—ইউনিয়ন মনে করে কর্তৃপক্ষের এই আদেশ অবৈধ এবং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী। ভোট নেওয়ার কোন অধিকার কর্তৃপক্ষের নেই। তাঁরা এ আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন এবং গত ২১ এপ্রিল প্রতিবাদ দিবস পালনের মাধ্যমে অবৈধ আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছেন। ঐ মুখপাত্রটি আরোও জানান, ইউ টি, ইউ, সিও এই ভোটের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সিটু ইউনিয়ন এ ব্যাপারে এখনো কোন মন্তব্য করেন নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার প্রকল্পে অশান্তির আশংকা দেখা দিচ্ছে বলে জনৈক কর্মী মন্তব্য করেন।

## গণবিক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। বনসৃজন প্রকল্পের সরকারী মঞ্জুরীকৃত অর্থ খরচ দেখানো হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। রাস্তা মেরামতের জন্য টাকা খরচ দেখানো হলেও রাস্তাঘাটের কোন উন্নতি চোখে পড়ে না। অঞ্চলের মানুষ তাই তাঁর ব্যর্থতার প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত সোচ্চার হতে বাধ্য হয়েছেন। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রেখে বর্তমান সি পি এম বিধায়ক পরেশ দাস বলেন—অঞ্চল প্রধানের সব কাজে গাফিলতি প্রকট এবং গ্রামের মানুষেরা একযোগে বহুবার সরকারী পর্যায়ে অভিযোগ জানিয়েও কোন প্রতিকার পাননি।


**NTPC** National Thermal Power Corporation Ltd.

नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

(A Govt. of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT
P.O. NABARUN : DIST—MURSHIDABAD : W.B. PIN : 742 236

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/Railways/WBSEB and Public Sector Undertakings for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees Twenty) only extra for each work either by I.P.O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka alongwith a copy of proof of registration and credentials.

The documents will be on sale from 22.4.87 to one day before the opening of tender for each work as mentioned below from 9.00 to 12.00 hours and 14.30 to 16.00 hours. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

| Sl. No. | Name of works | Approx. value of work | Amt. of EMD / Cost of tender paper | Completion period | Date & time of opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of 35 blocks (35×6 = 210 units) 'B' type quarter at Field Hostel complex near temporary township of FSTPP. **NIT no. FS : 43 : CS : 3002/T-34/87.** | 165 lakhs | Rs. 50,000/- / Rs. 200/- | 18 months | 1.6.87 at 2-00 p.m. |
| 2. | Construction of 16 blocks (16×6 = 96 units) 'C' type quarter at Field Hostel complex near temporary township of FSTPP. **NIT no. FS : 43 : CS : 3003/T-35/87.** | 80 lakhs | Rs. 50,000/- / Rs. 100/- | 15 months | 1.6.87 at 3-00 p.m. |
| 3. | Construction of 16 blocks (16×6 =96 units) 'B' type quarter at CISF complex towards southern side of temporary township of FSTPP. **NIT no. FS : 43 : CS : 3004/T-36/87.** | 75 lakhs | Rs. 50,000/- / Rs. 100/- | 15 months | 1.6.87 at 4-00 p.m. |
| 4. | Construction of boundary wall of southern west part of main plant at plant site of FSTPP. **NIT no. FS : 43 : CS : 2007/T-37/87.** | 11.70 lakhs | Rs. 23,400/- / Rs. 100/- | 8 months | 25.5.87 at 2-00 p.m. |
| 5. | Interior decoration, false ceiling, furniture fittings of Rabindra Bhawan at permanent township of FSTPP. **NIT no. FS : 42 : CS : 1531/T-38/87.** | 9.80 lakhs | Rs. 19,600/- / Rs. 50/- | 6 months | 25.5.87 at 3-00 p.m. |
| 6. | Stage craft of Rabindra Bhawan auditorium at permanent township of FSTPP. **NIT no. FS : 42 : CS : 1530/T-39/87.** | 7.50 lakhs | Rs. 15,000/- / Rs. 50/- | 6 months | 25.5.87 at 4-00 p.m. |
| 7. | Construction of roads, drains and fencing for contractors' supervisors' colony at permanent township of FSTPP. **NIT no. FS : 43 : CS : 3001/T-40/87.** | 12.50 lakhs | Rs. 25,000/- / Rs. 100/- | 8 months | 18.5.87 at 2-00 p.m. |
| 8. | Construction of proposed road and maintenance of existing road in coal handling plant of FSTPP. **NIT no. FS : 42 : CS : 948/T-41/87.** | 16.50 lakhs | Rs. 33,000/- / Rs. 100/- | 12 months | 18.5.87 at 3-00 p.m. |
| 9. | External electrification of Rabindra Bhawan complex at permanent township of FSTPP. **NIT no. FS : 42 : CS : 1529/T-42/87.** | 0.70 lakh | Rs. 1400/- / Rs. 25/- | 4 months | 18.5.87 at 4-00 p.m. |

**Terms & Conditions :**

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith the tender.
2. Interested parties are advised to visit site to familiarise with the site conditions.
3. Tenders received late and/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD. The tenders must be accompanied by requisite earnest money in prescribed form. Earnest money of Rs. ...... enclosed should clearly be written on the top of the envelope containing tender paper, failing which the tender (s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
5. For Sl. nos. 1, 2 & 3 contractors having successfully completed similar type of building works with award value not less than one (1) crore, fifty (50) lakhs, fifty (50) lakhs respectively against a single order need only apply for tender documents.
6. For Sl. nos. 5 & 6, tender paper will be issued to those parties who have in-line credentials.
7. For Sl. no. 9, party must have valid electrical contractor's licence.
8. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer, reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

**SENIOR ENGINEER (CONTRACTS),**
**F.S.T.P.P./N.T.P.C.**

PPS

### হাই কোর্টের রুল মানা হচ্ছে না—অভিযোগ

সাগরদীঘি: এই থানার বেশ কয়েকটি মৌজায় সেটেলমেণ্টের এ্যাটাস্ট্রেশন চলছে। সংবাদে প্রকাশ, সেটেলমেণ্টের কে, জি, ওরা কৃষি ও অকৃষি জমিকে একত্র করে সেটেলমেণ্ট করছেন। মাঠ খসড়ায় আপত্তি থাকা সত্বেও প্রকৃত মালিকের নামে এ্যাটাস্ট্রেশন করা হচ্ছে না। এমন কি কোথাও কোথাও দাগ নং তুলে দিয়ে অন্য দাগের সাথে খেয়াল খুশিমত জমি ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেও অনেকে অভিযেগ করেন। গত ১৫ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভূমিজীবী সংঘ সাগরদীঘি শাখা এখানে এক সভায় বলেন—গত ৬ মার্চ কলিকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ ব্যানার্জী একটি রুল ইস্যু করে আদেশ দেন যে বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারী কোন আদেশই কার্য্যকরী করা চলবে না। পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইনে নথীভুক্ত বর্গাদারদের নাম বাতিল সংক্রান্ত একটি মামলাও হাইকোর্টে ঝুলছে। তার নিষ্পত্তি হলে যাদের নাম অবৈধ বলে বিবেচিত হবে তাদের স্বত্ব দাবী নাকচ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড হোল্ডিং রেভিনিউ আইন ১৯৭৯ এর উপর স্থগিতাদেশ বহাল আছে। ঐ কেসের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন হারে সরকার জমির খাজনা আদায় করতে পারবেন না।


ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর ( মুর্শিদাবাদ )
ফোন জঙ্গি: ২৫, রঘু ১৬৬


## সোনালি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

# বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

এতদ্দ্বারা সোনালি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত অংশীদারগণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ইং ১৬/৫/৮৭ তারিখ শনিবার বেলা ১১ (এগার) টার সময় সুজাপুর প্রাইমারী স্কুলে (সুজাপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুল) এই সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা হইয়াছে। উক্ত সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। ইতি—

ভবদীয়—

তাং ২৪-৪-৮৭ স্বাক্ষর—মোহিতলাল মণ্ডল

মুর্শিদাবাদ জেলার সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিয়ামক ও ১৯৭৩ সালের পঃ বঃ সমবায় আইনের ২১ (৪) ধারা মতে ও পঃ বঃ সরকারের সমবায় বিভাগের ইং ৫-৩-৮৭ তারিখের ৮৪৮ কোঃ অপঃ নং আদেশ বলে নিযুক্ত আহ্বায়ক।

### আলোচ্য বিষয়

১। বিগত বৎসরের কার্য্যাবলী পাঠ ও গ্রহণ
২। ১৯৮৫-৮৬ সালের অডিট রিপোর্ট পাঠ ও অনুমোদন।
৩। ১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য বাজেট পাশ ও অনুমোদন।
৪। ১৯৮৭-৮৮ সালের জন্য সর্ব্বোচ্চ ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা নির্দ্ধারণ।
৫। সমিতির সদস্যগণের বকেয়া ঋণ আদায় সম্বন্ধে আলোচনা।
৬। কার্য্যকরী (সমিতির) সদস্য নির্বাচন।
৭। ডিরেক্টরগণ ও ডিরেক্টরগণের আত্মীয় স্বজনের খেলাপী ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা।
৮। সেকসন ৮২ বা ৮৪ ধারার কোন ইন্‌কোয়ারী বা ইনসপেকশন হয়ে থাকলে তা নিয়ে আলোচনা।
৯। বিবিধ।

বিঃ দ্রঃ—অনুগ্রহপূর্বক সঙ্গে পত্রটি আনিবেন।


বিশ্ব বিখ্যাত
লারসেন অ্যাণ্ড টুব্রোর সিমেণ্ট
নিশ্চিন্তে ব্যবহার করুন

কারণ এর—

★ উচ্চতর শক্তি
★ সুনিশ্চিত মূল্য
★ অপরিবর্ত্তনীয় উৎকর্ষ

যা বাজারের অন্য কোন সিমেণ্টের মধ্যে পাওয়া যায় না।

পশ্চিম জার্মানীর কুশলী সিমেণ্ট বিশেষজ্ঞদের নবতম আবিষ্কার। ইহা উচ্চশক্তি সম্পন্ন। যে কোন নির্মাণ কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। ঢালাই ও প্লাষ্টারিং-এর কাজে দ্রুত জমাট বাঁধা এবং পরিমাণে কম লাগে।

লারসেন অ্যাণ্ড টুব্রোর সিমেণ্ট মানেই নিরাপত্তার সুনিশ্চিত গ্যারাণ্টি

সত্বর যোগাযোগ করুন:
অনুমোদিত ষ্টকিষ্ট: এম, এল, মুন্দ্রা
জঙ্গিপুর ফোন: ২১
এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাওয়া যাচ্ছে
যোগাযোগ করুন: গৌতম ফার্মেসী, হাসপাতাল মোড়

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।